ভোরের কাগজ

তারিখ ... 02 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ......

৪

ডাব্লু হত্যাকাণ্ড

১৬ জনকে আসামি করে মামলা, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা কলেজের ছাত্র ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল করিম ডাব্লু হত্যা মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে ধরতে পারেনি। নিহতর বাবা বাদী হয়ে ১৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

এজাহারভুক্ত আসামিরা হচ্ছে সুজন, টুটুল, বিপুল, সুমন, মঞ্জু, আবলান, হাবিব, সাদেক, বাবু, রফিক, সাকিল, মোহন, সাবু, আলআমিন, রুবেল ও পিন্টু। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহভাজন যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল তারা ঘটনার দিন ছুরিকাহত বাবুর বন্ধু বলে জানা গেছে।

পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা জানায়, নিহত ডাব্লু'র গ্রুপের একজন নেতা গত সোমবার হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে মিরপুর এলাকা থেকে বেশ কিছু সন্ত্রাসীকে ডেকে এনে ক্যাম্পাসে জমায়েত করে। এদিকে ঐ নেতাই থানায় ফোন করে ক্যাম্পাসে সশস্ত্র যুবকরা ঢুকেছে বলে সংবাদ জানিয়ে পুলিশ পাঠাতে বলে। আবার পুলিশ ঢাকা কলেজে ঢুকতে গেলে ঐ নেতার নেতৃত্বেই পুলিশকে বাধা দেওয়া হয়। তার বাধার কারণে পুলিশ ঠিকমতো তল্লাশি করতে পারেনি। এই পুলিশ ফিরে যাওয়ার ১০ মিনিট পরই ডাব্লু খুন হয়। এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক সুজন ঐ নেতার ঘনিষ্ঠজন। বর্তমানে ঐ নেতা ডাব্লু হত্যা মামলায় বাদীর পক্ষ নিয়ে থানা পুলিশ করছেন। বাদী মামলা দায়ের করলেও

● এরপর -পৃষ্ঠা ২

ডাব্লু হত্যাকাণ্ড

● প্রথম পাতার পর

আসলে আসামি শনাক্ত করছে নিহতের সহকর্মীরা। ঐ নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য উপর মহলের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে কর্মকর্তা জানান।

এদিকে ডাব্লু নিহত হওয়ার পর থেকে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কলেজ ক্যাম্পাস এলাকায় টহল পুলিশের তৎপরতা আরো জোরদার করা হলেও সাধারণ ছাত্ররা আবার সংঘর্ষ বাধতে পারে বলে আশঙ্কা করছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইকবাল হোসেন জানান, অন্যতম আসামি সুজনের এলিফেন্ট রোডের বাসাসহ ইস্কাটন, পলাশী এসব এলাকাতে অভিযান চালিয়ে আসামিদের কাউকে পাওয়া যায়নি। গোয়েন্দা পুলিশ পরিদর্শক জিয়াউলের নেতৃত্বে আরেকটি দলও আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে।